দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 FEB 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার হালহকিকত

এদেশে শিক্ষার হালহকিকত সম্পর্কিত দুটি উদাহরণ আছে পত্রিকান্তরে। একটি উদাহরণ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, অন্যটি একটি কলেজের। ঈশ্বরগঞ্জের সুটিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালাঘরটি গত বছর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। আজ পর্যন্ত তা মেরামত করা হয়নি। তাই সেখান থেকে পড়াশোনার পাটও চুকে গেছে। এক বছর ধরে ক্লাসের বালাই নেই। শিক্ষকরা একটি বাড়িতে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে গল্প-সল্প করে সময় কাটান। জানুয়ারীতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। অথচ স্কুল ঘরটি মেরামতের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে নীলফামারীর মসিহুর রহমান কলেজের পরিস্থিতিও কম শোচনীয় নয়। কলেজটিতে শিক্ষক ও কর্মচারী মিলিয়ে ২০ জন আছেন। তবে ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৩। বিগত এইচএসসি পরীক্ষায় এই কলেজের যেসব ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল তারা কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অনুমোদন না পাওয়ার ফলেই কলেজটির এই অবস্থা বলে জানা গেছে। এর মানে হল কলেজের ২০ জন শিক্ষক কর্মচারীর সময়, পরিশ্রম ও শক্তির সবটাই অপচয় হয়েছে। আর অনুমোদন না পাওয়া গেলে কলেজটির এই দুর্গতির অবসান হবে এমনটা কোনমতেই আশা করা যায় না। তবে অনুমোদনপ্রাপ্ত এমনকি পুরোপুরি সরকারী কলেজ যেগুলো— সেগুলোর শিক্ষার হালচালও যে সন্তোষজনক একথাও বলা যাবে না।

গ্রামাঞ্চলে সরকারী-বেসরকারী এমন অনেক স্কুল-কলেজই আছে যেগুলো থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার অতি নগণ্য। এর কারণও আছে। ঐসব স্কুল-কলেজের সমস্যার অন্ত নেই। কোনটার প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী নেই। থাকলেও পড়াশোনার পরিবেশ নেই। কোন কোন স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় আসবাবও নেই। চেয়ারের অভাবে শিক্ষকরা বসতে পারে না। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ১৯৮৭ ও ৮৮'র বন্যায় দেশের অনেক স্কুল-কলেজ বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মেরামত করা হয়নি। ঐ বন্যার আগে বা পরেও অনেক স্কুল-কলেজ ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে; সেগুলোও সংস্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে। আর সেগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। এক সময় এদেশে গাছতলা স্কুল ছিল। সে যুগ অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। মনে হয় আবার সেই আমল আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের গ্রামাঞ্চলে নতুন করে ফিরে এসেছে।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের অবস্থা। স্বভাবতই তা থেকে শিক্ষা পরিস্থিতির একটা চিত্র পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতি স্বভাবতই আমাদের কাম্য নয়। কোন দেশেরই নয়। কেননা, কোন জাতির পক্ষেই এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। তাই, আমাদের মতে, আমাদের শত দারিদ্র ও অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষার গুরুত্ব স্মরণ রেখে জরুরী ভিত্তিতে [illegible] ব্যবস্থা নেয়া উচিত।